দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 09 DEC 1998
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

বর্তমান শতকের শেষেও ৮৫ কোটি মানুষ নিরক্ষর থাকবে ॥ ইউনিসেফ

স্টাফ রিপোর্টার ॥ আগামী এক দশকে বিশ্বব্যাপী সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে অতিরিক্ত বার্ষিক ৭শ' কোটি মার্কিন ডলার বিনিয়োগ প্রয়োজন। যুক্তরাষ্ট্রে কসমেটিক্সের এবং ইউরোপে আইসক্রীমের পিছনে যে বিপুল ব্যয় হয়, এ অর্থ তার চেয়ে কম। মানব সম্ভাব্যতার বিকাশ এবং ব্যক্তি ও সমাজ পর্যায়ে উন্নয়নের স্বার্থে আর দেরি না করে এ লক্ষ্যে এগিয়ে আসা বিশ্ববাসীর দায়িত্ব।

জাতিসংঘ শিশু তহবিলের ইউনিসেফ 'দ্য স্টেট অব দ্য ওয়ার্ল্ডস চিল্ড্রেন '৯৯' শীর্ষক রিপোর্টে এ কথা বলা হয়েছে। মঙ্গলবার ঢাকায় আইসিডিডিআরবি'র সাসাকাওয়া মিলনায়তনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে রিপোর্টটি প্রকাশ করা হয়। বাংলাদেশে ইউনিসেফ প্রতিনিধি মিস শাহিদা আজফার ও পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য কাজী শামসুল আলম অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। অনুষ্ঠানে এই রিপোর্টভিত্তিক অডিও-ভিজ্যুয়াল প্রদর্শনী করা হয়। এবারের রিপোর্টের প্রতিপাদ্য বিষয় 'শিক্ষা'।

ইউনিসেফের এই রিপোর্টে শিক্ষা বিপ্লবের

(২- পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন)

বর্তমান শতকের শেষেও

(প্রথম পাতার পর)

অপরিহার্যতা তুলে ধরে বলা হয়, বর্তমান শতকের শেষেও বিশ্বের সাড়ে ৮৫ কোটি মানুষ কার্যত (ফাংশনালি) নিরক্ষর থেকে যাবে। উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রাথমিক স্কুলে পড়াশোনার উপযোগী বয়সের ১৩ কোটির বেশি শিশু মৌলিক শিক্ষা লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে। এই শিশুদের মধ্যে ৭ কোটি ৩০ লাখই মেয়ে শিশু। আরও লাখ লাখ মানুষ শিক্ষার নিম্নমানের কারণে খুব কম জানার সুযোগ পাবে। অথচ শিক্ষা ছাড়া মানুষ উৎপাদনশীলতার সাথে কাজ করতে পারে না। স্বাস্থ্যের যত্ন নিতে পারে না। নিজেকে ও তার পরিবারকে টিকিয়ে রাখতে পারে না। সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধ জীবনের অধিকারী হতে পারে না। নিরক্ষরতার কারণে সমঝোতা, শান্তি, জেন্ডার-ইকুয়ালিটি ও সহিষ্ণুতার মনোভাব নিয়ে সমাজে অবস্থান করা তাদের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। বৃহত্তর সমাজপর্যায়ে শিক্ষার অভাবে গণতন্ত্র, সামাজিক প্রগতি এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা ব্যাহত হয় বলেও এতে উল্লেখ করা হয়েছে।

শিক্ষার জন্য বিনিয়োগকে 'শ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ' হিসাবে চিহ্নিত করে ইউনিসেফের রিপোর্টে বলা হয়, জাতীয় সরকারসমূহ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এ ব্যাপারে পর্যাপ্ত উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে আসেনি। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক অঙ্গীকারের অভাব দেখা গেছে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এর প্রতি পর্যাপ্ত গুরুত্ব দিলে পরিস্থিতির উন্নতি সম্ভব।

এতে আরও বলা হয়, সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় সরকারগুলোকে আরও এগিয়ে আসতে হবে। শিক্ষার জন্য দ্বিপাক্ষিক সাহায্য অঙ্গীকারের পরিমাণও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়েনি বরং বিশ্বব্যাংকের মোট সাহায্যের মধ্যে শিক্ষা খাতের অংশ '৯৪ সালের ১০ দশমিক ৪ শতাংশ থেকে '৯৭ সালে ৪ দশমিক ৮ শতাংশে নেমে আসে। অবশ্য '৯৮ সালে তা আবার ৮ দশমিক ৬ শতাংশে উন্নীত হয়। আইডিএ'র সহায়তার পরিমাণ '৯৩ সালের ৪১ কোটি ৭০ লাখ ডলার থেকে '৯৬ সালে নেমে আসে ১৩ কোটি ২০ লাখ ডলারে। প্রতিটি শিশুর জন্য শান্তিময়, সমৃদ্ধ ভবিষ্যত গড়তে এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে শিক্ষা-বিপ্লবকে বিশ্বব্যাপী বাস্তবতায় রূপায়নের জন্যও এতে আহ্বান জানানো হয়। জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনান এই রিপোর্টের ভূমিকায় শিক্ষা লাভের অধিকারকে 'মানবাধিকার' হিসাবে আখ্যায়িত করে বলেন, একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে সবার জন্য শিক্ষা– এর চেয়ে বড় কোন অগ্রাধিকার নেই। এর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কোন লক্ষ্য নেই।

বাংলাদেশে ইউনিসেফ প্রতিনিধি শাহিদা আজফার রিপোর্টটির প্রকাশনা অনুষ্ঠানে শিশু শ্রমের অবসান ও শিশুদের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, এ দেশের গার্মেন্টস শিল্প এ ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত হতে পারে।

পরিকল্পনা কমিশন সদস্য কাজী শামসুল আলম সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের উল্লেখ করেন।